FEB. 19 2002

দৈনিক সংবাদ

FEB. 18 2002

ক্যাডেট গড়ার প্রতিষ্ঠান

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ

মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল

মূল রচনা

জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এই তিনে মিলে হয় যোগ্যতা। শৃঙ্খলা ক্যাডেট কলেজ প্রশিক্ষণের একান্ত অপরিহার্য অঙ্গ। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন, উন্নত আচার-আচরণ আর অন্যের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার আলোকে মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন হয়। এই ধারাকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইলে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। আদর্শ নাগরিক, চমৎকার ব্যক্তিত্ব, উদারতা, শৃঙ্খলা, সত্যনিষ্ঠা, সুষম ও গতিশীল মনোভাব, স্বদেশ প্রেম, সচেতনতা ও আধুনিক মানসিকতাকে বিকশিত করে তোলাই মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীর ফলাফলের দিক দিয়ে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের সুনাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ক্যাডেট কলেজের জন্য টাঙ্গাইলবাসী গর্বিত।

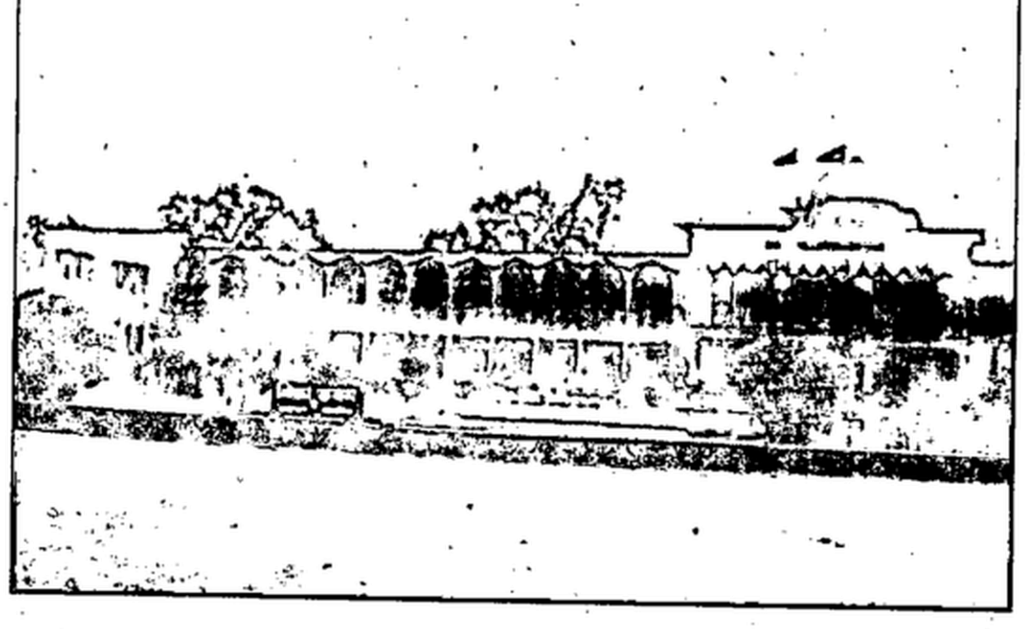

ক্যাডেট কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও ব্যাপক করার প্রয়াসে ১৯৬৩ সালে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত হয় মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। তখন জেলা ছিল ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ হিসেবেই এটি পরিচিত ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৫ সালে জেলা ভাগ হওয়ার পর টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রতিষ্ঠার কথা

১৯৬৩ সালের ২৯শে নভেম্বর এই ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে ৯ই জানুয়ারি থেকে পাঠদান শুরু হয়। এটি বাংলাদেশের মধ্যে তৃতীয় ক্যাডেট কলেজ হিসেবে ১৯৬৩ সালে স্থাপিত হয়। এর আগে ১৯৫৮ সালে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ স্থাপিত হয়। প্রায় ৯৬ একর জমির ওপর মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের অবস্থান। রাজধানী ঢাকা শহর থেকে ৪৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং টাঙ্গাইল জেলা সদর হতে ৩৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক সংলগ্ন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ অবস্থিত। বিদ্যাই বল এই কলেজের মূলনীতি এবং কলেজ পতাকার রঙ মেরুনের পটভূমিতে কলেজ প্রতীক। ৩শ' ক্যাডেটের জন্য ৩টি আবাসিক হাউস রয়েছে। এগুলো হলো নীল রঙ ফজলুল হক হাউস, লাল রঙ সোহরাওয়ার্দী হাউস এবং সবুজ রঙ নজরুল হাউস।

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ হলেন মো. রফিকুল ইসলাম। উপাধ্যক্ষ আবু সাঈদ বিশ্বাস। অ্যাডজুটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন মেজর মামুন আল মাহমুদ। সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্যাডেট রয়েছে ২শ' ৯১ জন।

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে ভর্তির নিয়মাবলি

মির্জাপুর কলেজে প্রতিবছর নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে মাত্র একবার ৭ম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। নির্ধারিত মূল্য দিয়ে আবেদনপত্র কলেজ ক্যাম্পাস থেকে সংগ্রহ করতে হয়। আবেদনপত্রটি তুলে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা দিতে হয়। আবেদনকারীকে ভর্তির বছরের পহেলা জানুয়ারিতে বয়স হতে হবে ১১ থেকে সাড়ে ১২ বছর। প্রার্থীকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে। একবার ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে দ্বিতীয়বার আর প্রার্থী আবেদন করতে পারবে না। প্রার্থীকে জন্মসূত্রে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। উচ্চতা ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি হতে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চির মধ্যে হতে হবে। লিখিত, মৌখিক, ডাক্তারি ও চূড়ান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশের স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মান অনুযায়ী প্রশ্ন করা হয়। ৪টি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা হয়। এর মধ্যে বাংলা ৭৫, ইংরেজি ৭৫, অঙ্ক ১০০ এবং সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা ৫০ নম্বরসহ মোট ৩শ নম্বরের পরীক্ষা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রতিটি ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা একই পদ্ধতির এবং আসন সংখ্যা থাকে ৫০টি। সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পুরো ৬ বছর আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ লাভ করার পর শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করার পর একজন ক্যাডেটের ক্যাডেট জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

ভর্তির পর ক্যাডেটদের কার্যাবলি

শিক্ষাবর্ষকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে ভাগ করে নেয়া হয়। গ্রীষ্ম, শারদীয় দুর্গাপূজা ও শীতকালীন ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহায় ১শ' দিনের অবকাশ পেয়ে থাকে। ক্যাডেটদের পুরো বছর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ৩টি পর্বে ভাগ করা থাকে। সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে কুচকাওয়াজ ও শরীর চর্চা, ৭টায় প্রাতঃরাশ, ৮টা থেকে দুপুর ১টা ৭টি পিরিয়ডে পাঠদান, বেলা ১০টায় দুগ্ধ পান, বেলা ১টায় মধ্যাহ্নভোজ, মাগরিবের নামাজের আগে চা পান, নৈশ ভোজ রাত সাড়ে ৮টা, খেলাধুলা বিকেলে প্রতিদিন ১ ঘণ্টা, পাঠ প্রস্তুতি ৩টি পর্বে ২শ' মিনিট. নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ বাধ্যতামূলক। এছাড়া মঞ্চ প্রতিযোগিতা, ক্লাব সোসাইটি, বক্তৃতা, অভিভাবকদের কাছে পত্রলিখন আবশ্যিক। তাছাড়া বার্ষিক পর্যায়ে ৭৫ নম্বর নির্ধারিত থাকে পর্ব শেষ পরীক্ষার জন্য এবং ২৫ নম্বর বরাদ্দ পাক্ষিক ও মধ্য পর্ব পরীক্ষার জন্য। এ নিয়মের এদিক-সেদিক হলে ওই ক্যাডারকে ছাড়পত্র দিয়ে বের করে দেয়া হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি, আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, চলতি ঘটনাপ্রবাহ, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত, ধারাবাহিক গল্প বলা; সাধারণ জ্ঞান, ক্বিরাত প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা করা, গ্রন্থাগারে ১০-হাজার ৪শ' ৯৫টি দেশী-বিদেশী বই পাঠদান, বাংলা ও ইংরেজি বই, গল্প পড়া, গবেষণাগার ও ওয়ার্কশপ, ক্যাডেট মেস, ক্যাডেটদের চিকিৎসা, বিশেষ চিকিৎসা, প্রিফেক্টরিয়াল সিস্টেম, ভ্রাতৃত্ববোধ ও শিক্ষা ভ্রমণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এছাড়া একজন ক্যাডেট ভর্তির পর তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও কাপড়চোপড় নিজে বহন করবে এবং অতিরিক্ত হাত খরচ ৫শ' টাকা, জামানত ১ হাজার টাকা, ম্যাগাজিন ফি ২শ' টাকা, কলেজ ক্রেস্ট ফান্ড ৫০ টাকা, ক্যাডেট নিরাপত্তা চাঁদা ২শ' টাকা, বোর্ড কর্তৃক রেজি ও পরীক্ষা ফি এবং এক্স ক্যাডেট অ্যাসোসিয়েশন ফি ১শ' ২০ টাকা কলেজ তহবিলে জমা দিতে হয়।

পেছন ফিরে দেখা

এসএসসিতে '৯৪তে মেধা তালিকায় ৪%, '৯৫তে ২ জন, '৯৬তে ৫ জন, '৯৭তে ২৩ জন ক্যাডেট সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিল। এইচএসসিতে '৯৫তে মেধা তালিকায় ১ জন, '৯৬তে ৫ জন এবং '৯৭তে ৩ জন। '৯৭তে ৫৪ জনের মধ্যে এসএসসিতে মেধা তালিকায় ২১ জন, '৯৮তে ২ জন, '৯৯তে ১৭ জন। এইচএসসিতে '৯৮তে ৪ জন, '৯৯তে ৮ জন, ২০০০ সালে ২ জন এবং ২০০১ সালে ১২ জন মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। প্রতিবছর এই ক্যাডেট কলেজ থেকে ৪৬-৫০ জন ক্যাডেট বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। তাদের মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য় স্থানসহ মেধা তালিকায় মির্জাপুরের ক্যাডেট কলেজের ছেলেরাই স্থান দখল করে আসছে। দিন দিন সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে।

শেষ কথা

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ দেশের অন্যান্য ক্যাডেট কলেজের তুলনায় বরাবরই ভাল ফলাফল করে আসছে। পড়াশোনার মান অতি উন্নত। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে ভাল করে থাকে। কলেজ অধ্যক্ষ মো. রফিকুল ইসলাম ক্যাডেট কলেজের সার্বিক দিক তুলে ধরলেন। বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ভূগোল ও জীব বিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা গবেষণাগার রয়েছে। সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত, শিক্ষকদের উদার মনোভাব নিয়ে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থা দিনদিন অগ্রসর হচ্ছে। আগামী দিনে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ আরো উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে এটাই আমাদের কামনা। টাঙ্গাইলবাসীর গর্বের ধন হিসেবে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ অটুট থাকবে এটাই সর্বশেষ প্রত্যাশা।